জীবননগরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর খেলাচ্ছলে বাড়ির পার্শ্বে পরিত্যক্ত ডোবাতে পড়ে করুণ মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের কওছার আলীর ছেলে একই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের লাল মোহাম্মদের মেয়ে শারমিনের সাথে বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকেই মনির হোসেন শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকেন। মনির হোসেনের শ্বশুর বাড়িতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শাহার আলী মনির হোসেনের এক মাত্র ছেলে।

তার মৃত্যুতে মনির হোসেনের পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকায় এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

করোনায় মৃত্যু ডা. রুমির দাফন নিজ গ্রামে

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ডা. রুমির দাফন সম্পূর্ণ করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর নিজ গ্রামের কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শাখার ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দরা তার জানাজা করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উক্ত জানাজায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ডা. রুমি চলতি মাসের ৪ তারিখে করোনায় আক্রান্ত হলে পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে তিনি কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার অবস্হার অবনতি ঘটলে ৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।

প্রায় ১৩ দিনের মাথায় তিনি গতরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আবু ইলিয়াসের ছয় ছেলে এক মেয়ের মধ্যে ডা. রুমি ছিলেন চতুর্থ সন্তান।

তিনি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মুজিবনগরের দাদপুর বিল এখন কৃষকদের মরণফাঁদ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দাদপুর বিলের পানিতে আশেপাশের ১০ থেকে ১২টি গ্রামের জমির ফসল পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দাদপুর বিলের স্লুইচ গেট বন্ধ থাকায় স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে ছয় থেকে সাত ফুট পানির উচ্চতা বেশি হয়েছে।
যে কারণে আশেপাশের গ্রামের ফসলি জমিগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দু’একদিনের মধ্যে স্লুইচ গেট খুলে না দিলে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মহাজনপুর ইউনিয়নের গোপালনগরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দাদপুর বিল। ১০৯ একর পরিমাণের এ বিলটি গ্রামের মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে জেলা প্রশাসনের কাছে থেকে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছিলেন।

কিন্তু গত বছর পূর্বের লিজগ্রহিতাদের না জানিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউপি চেয়ারমান আমাম হোসেন মিলু

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম জানান, স্লুইচ গেট বন্ধ থাকায় আবাদি জমি প্লাবিত হয়েছে এটা শুনেছি। আজকের উপজেলা পরিষদের মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বিশ্বাসকে পানি ছাড়ার ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি জানান, কৃষকদের অভিযোগ পাওয়ার পর আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। পানি জমে থাকার কারণে বহু জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দু’একদিনের মধ্যে স্লুইচ গেট খুলে না দেওয়া হলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে। পাঁচটি গেটের মধ্যে তিনটি গেট যে কোন উপায়ে খুলতেই হবে। গেট খুলতে মিস্ত্রিরা কাজ করছে। আমি বিষয়টি তদারকি করছি।

দামুড়হুদায় সি আর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ০৬ মাসের সিআর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হান্নান আলীকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১ টার দিকে আটক করা হয়। আটককৃত আব্দুল হান্নান দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের নসকর শেখের ছেলে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এএস আই মো: বিল্লাল হোসেন, এএস আই মো: মুজিবর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর গ্রামে নিজ বসত বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়।

আটককৃত আব্দুল হান্নান আলীর দামুড়হুদা থানায় ১টি মামলায় আদালত তাকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপর থেকে আব্দুল হান্নান পলাতক ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল আজ দুপুর ১ টার দিকে গোপনে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন বলে জানান পুলিশ।

দামুড়হুদায় শতাধিক পরিবার পানিবন্দি

দামুড়হুদা পুরাতন হাউলী, চিৎলা ও কোষাঘাটা এই তিন গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার এক সপ্তাহ পানিবন্দি অবস্থায় দিনপার করছেন। মুসল্লীরা আসতে পারছেন না মসজিদে। রান্নার চুলার মধ্যেও জমে রয়েছে পানি।

অনেকেই রান্না করতে না পেরে মানবেতন জীবনযাপন করছেন। খবর পেয়ে পরিদর্শনে যান দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। তিনি গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে পুরাতন হাউলীর মাঠপাড়ায় যান। মাঠপাড়ার প্রতিটি বাড়ির সামনে হাটুসমান পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি অপসারণের লক্ষে তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেন এবং বন্ধ করে দেয়া সরকারি খালের মুখ খুলে দেয়ার জন্য কথা বলেন। এ ছাড়া ওই মহল্লায় দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য ড্রেন নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রতি ব্যক্ত করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আনছারআলী বিশ্বাস, শাসমুল ইসলাম, কলিম উদ্দীন কলম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তিনি বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চিৎলা গ্রামে যান এবং প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় জমে থাকা হাটুসমান পানি অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল করিম মেম্বার, হাজি আব্দুল কাদির, রফিকুল ইসলাম রফিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব আলী, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রিংকুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ দিকে দামুড়হুদা কোষাঘাটা গ্রামের বেশ কয়েকটি বসতবাড়ির ওঠানে হাটু সমান পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবত পানি জমে থাকায় চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই সমস্ত ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন।

বড়বলদিয়ায় বিজিবির মাদক বিরোধী অভিযান: ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধারকৃত গাঁজা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে জমা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) গতকাল বুধবার রাত ১১ টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক জুলহাস উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী

বড়বলদিয়া গ্রামের মাঠে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা আটক করতে সক্ষম হন। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরে নতুন করে মা-মেয়ে সহ ৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের মধ্যে ৩ জন মেহেরপুর সদরে ও ২ জন মুজিবনগর উপজেলার। এর মধ্যে একই পরিবারের দুই জন তারা হলেন মা ও মেয়ে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয় হলো মেহেরপুর ডাচ বাংলা ব্যাংকের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন(৩৯) ও দুই স্টাফ মুকুল উদ্দিন (৩৪) ও আজিম আলী (২৮)।

এ দিকে মুজিবনগর উপজেলার আক্রান্ত দু জন হলেন একই পরিবারের মা ও মেয়ে। তারা হলেন মুজিবনগরের পুরন্দরপুর গ্রামের সাবিনা ইয়াসমিন
(২৫) ও তার মেয়ে আনিকা (০৪)।

এ নিয়ে জেলায় ১২০ (সদর- ৬৪, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর -১৩) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বৃহস্পতিবার নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৭টি (সদর+হসপিটাল ১৫ মুজিবনগর ০২) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আজ ৩৩ টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৫টি পজিটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২১৫৪টি।

গাংনীতে সিআইজি গ্রুপের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারের ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম ফেজ । (এনএটিপি-২) এর আওতায় এআইএফ-২ ম্যাচিং গ্রান্ট উপ প্রকল্প থেকে সিআইজি গ্রুপের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার)

বিতরণ হয়েছে।

আজ বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে কৃষি অফিসের সামনে থেকে এ কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) গুলো বিতরণ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা’র সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ। কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) গুলো ৫ টি পুরুষ ও ১ টি মহিলা সিআইজি’র মাঝে বিতরণ করা হয়।

প্রত্যেকটি পাওয়ার ট্রিলার ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট মূল্যের ৭০ ভাগ অর্থাৎ ৮৮ হাজার ৯ শ’ টাকা সরকার ভর্তুকি দিয়েছে এবং সিআইজি গ্রুপের সদস্যরা কেবলমাত্র ৩০ ভাগ অর্থাৎ ৩৮ হাজার ১শ’ টাকা জমা দিয়েই পাওয়ার ট্রিলারের মালিক হতে পারছেন।

সিআইজি গ্রুপগুলো হলো: গাড়াবাড়িয়া, মটমুড়া ক্লাব পাড়া, কুমারীডাঙ্গা, চেংগাড়া ও হিন্দা পুরুষই সিআইজি এবং গাড়াডোব মিলপাড়া মহিলা সিআইজি।

ঈদের ছুটিতে গণপরিবহন চলবে: সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটিতে গণপরিবহন চলাচল করবে। সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঈদে গণপরিবহন চলাচল বিষয়ে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ঈদে গণপরিবহন চলাচল নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আমি দেশবাসীকে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই, আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী গণপরিবহন চলাচল করবে। তবে প্রতি বছরের ঈদযাত্রার মতো ভারী পরিবহন তিনদিন আগে বন্ধ থাকবে। এরমধ্যে জরুরি সার্ভিস,

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যেমন, পচনশীল দ্রব্য ছাড়াও ওষুধ, গার্মেন্টস সামগ্রী ও পশুবাহী গাড়ি নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত জানাবে বলে তিনি জানান।

আরো পড়ুন: দেশে বনভূমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীত করবো: প্রধানমন্ত্রী

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদযাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছি। না হয় ঈদের আনন্দ অচিরেই বিষাদে রূপ নিতে পারে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে করোনা সংক্রমণের মাত্রা উচ্চ ঝুঁকিতে পৌঁছে যাবে বলে ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলন, আসুন আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন করি। স্বাস্থ্যসুরক্ষা, নিজেদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি। আমরা ঘরে অবস্থান করি। যার যার কর্মস্থলে অবস্থান করি। এটাই সবার কাছে প্রত্যাশা। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

বন্যায় দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত, ৮ জনের মৃত্যু

বন্যায় এখন পর্যন্ত দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত হয়েছে জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পদ্মা অববাহিকা এলাকায় পানি বাড়বে।

তিনি জানান, প্লাবিত জেলাগুলোর উপজেলা ৯২টি ও ৫৩৫টি ইউনিয়নে বন্যায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন। বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন। পানিবন্দি ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৬টি পরিবার।

নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ধানকাটা শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাট, ডাল ও শাক সবজির ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

প্রতিমন্ত্রী ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে বলেন, আক্রান্ত এলাকায় চার হাজার ৮৫০ টন চাল বিতরণ এবং এক কোটি ৯১ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৮২২ প্যাকেট। শিশুখাদ্য কেনা বাবদ ২১ লাখ ও পশু খাদ্যের জন্য ২১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন